সর্বোচ্চ ৩৩.৭
সর্বনিম্ন ২৭.০
আলিপুরদুয়ার

বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৩ শতাংশ

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আমার জেলা আলিপুরদুয়ার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ জুলাই ২০১৮ তেরো

আলিপুরদুয়ার জেলাকে তামাকমুক্ত করতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন

সুমন কাঞ্জিলাল

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই ঃ আলিপুরদুয়ার জেলাকে তামাকমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণার জন্য পদক্ষেপ করতে চলেছে জেলা প্রশাসন। তার প্রথম ধাপ হিসাবে আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে তামাকবিরোধী কর্মসূচি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় আয়োজিত জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, 'ন্যাশনাল টোবাকো কনট্রোল প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসেবে জেলায় তামাকবিরোধী কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে। প্রথমে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগ করে ১৮ বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের কাছে যেকোনো তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হবে। কোনো জনবহুল এলাকায় (পাবলিক প্লেস) ধূমপান করা যাবে না। গোটা জেলায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে বিড়ি, সিগারেট, খইনি, গুটখা প্রভৃতি কেনাবেচা করা যাবে না। এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে জেলায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে। চারদিকে এই সংক্রান্ত নোটিশ দেওয়া হবে। নিয়মভঙ্গ করে কেউ তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা করা হবে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ওই আধিকারিক জানান, নাবালক-নাবালিকাদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি রুখতে 'স্পটফাইনের' ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য পুলিশও সজাগ থাকবে। পুলিশই এই জরিমানা আদায় করবে।

তামাকবিরোধী অভিযান নিয়ে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই জেলাজুড়ে এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে।

– নিখিল নির্মল, জেলাশাসক

জেলায় তামাকবিরোধী কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে। ১৮ বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের কাছে যেকোনো তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হবে।

–ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী, উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

আলিপুরদুয়ার জেলাকে তামাকমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণার ব্যাপারে নোডাল অফিসার ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, 'আমাদের অন্যতম লক্ষ্য সেটাই। তবে তার আগে জেলাজুড়ে তামাকবিরোধী আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তামাকমুক্ত জেলা ঘোষণা করার আগে এটিকে তার সূচনাপর্ব বলা যেতে পারে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় তামাকবিরোধী অভিযান এবং পরবর্তীতে তামাকমুক্ত জেলা ঘোষণা করার পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন মহল। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ বলছে, 'আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রকাশ্যে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের একটা বড়ো অংশ যেভাবে সিগারেট, গুটখা, পানমশলা প্রভৃতির ওপর আসক্ত হয়ে পড়েছে তা রীতিমতো চিন্তার। ১৮ বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা নিষিদ্ধ হলেও গোটা জেলার কোথাও তা মানা হয় না। আলিপুরদুয়ার শহর সহ জেলার অধিকাংশ স্কুলের সামনে ১০০ মিটারের মধ্যে অবাধে বিভিন্ন দোকান থেকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

আলিপুরদুয়ার অভিভাবক মঞ্চের সম্পাদক ল্যারি বসু বলেন, 'বেশ কয়েক বছর আগে ১৮ বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা যাবে না – এই মর্মে বিভিন্ন দোকানে নোটিশ বোর্ড টাঙানো হয়েছিল। প্রশাসনের নজরদারির অভাবে সেইসব বিজ্ঞপ্তি গায়েব। ছাত্রছাত্রীদের কাছে রমরমিয়ে বিড়ি, সিগারেট, গুটখা বিক্রি চলছে। এখন যদি জেলা প্রশাসন এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেয় তাহলে সেটাকে স্বাগত।'

জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের আলিপুরদুয়ার শাখা। সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ যুধিষ্ঠির দাস বলেন, 'বর্তমান প্রজন্মের একটা বড়ো অংশ যেভাবে গুটখা, পানমশলা, সিগারেট প্রভৃতি ব্যবহার করছে তা উদ্‌বেগের। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফলে তারা বিভিন্ন রোগেও আক্রান্ত হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার সহ ডুয়ার্সের গ্রামাঞ্চল এবং চা বলয়ের কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে মুখগহ্বরে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও সামনে আসছে।'

আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক নিখিল নির্মল বলেন, 'তামাকবিরোধী অভিযান নিয়ে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই জেলাজুড়ে এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে।'

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িকে ঘিরে বাসিন্দাদের জটলা। ছবি ঃ হরিপদ পাল

লরি ও ট্যাংকারের সংঘর্ষ, আহত ১

শামুকতলা, ১১ জুলাই ঃ লরি ও তেলের ট্যাংকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন একজন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে শামুকতলা থানার মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ পানিয়ালগুড়ির ৩১ নম্বর সি জাতীয় সড়কে। গুরুতর জখম হয়েছেন ট্যাংকারের চালক। সংঘর্ষের পর গাড়ি দুটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকায় জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, ট্যাংকারটি শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। আর অসমের দিকে যাচ্ছিল লরিটি। ট্যাংকারচালক আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লরির চালক পলাতক। শামুকতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘণ্টাখানেক পর জাতীয় সড়ক থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি সরিয়ে নেওয়া হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আরও হিন্দিমাধ্যমের কলেজ গড়ার দাবি

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ জুলাই ঃ তরাই-ডুয়ার্সে বসবাসকারী হিন্দিভাষী পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার জন্য একমাত্র হিন্দি কলেজটি রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে। কিন্তু হিন্দিভাষী ও হিন্দিমাধ্যমের বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সংখ্যার অনুপাতে একটিমাত্র কলেজ যথেষ্ট নয় বলে মত বিভিন্ন মহলের। ফলে, তরাই-ডুয়ার্সজুড়ে আরও হিন্দিমাধ্যমের কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। হিন্দি কলেজটি প্রতিষ্ঠা হয় জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে। ডুয়ার্সের আদিবাসী নেতা পিটার মিনজ বলেন, 'তরাই-ডুয়ার্সে একটিমাত্র হিন্দি কলেজ এত বিপুল সংখ্যক পড়ুয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তরাই-ডুয়ার্সে আরও হিন্দি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানাব।'

পিটারবাবু বলেন, তরাই-ডুয়ার্সের বেশিরভাগ আদিবাসী পড়ুয়াই হিন্দিমাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়ে। কিন্তু পড়ুয়াদের সংখ্যার অনুপাতে হিন্দিমাধ্যমের কলেজ নেই। ফলে স্কুলশিক্ষা শেষের পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছে দরিদ্র আদিবাসী পড়ুয়ারা।

অভিযুক্তের যাবজ্জীবন

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই ঃ জমি বিবাদের জেরে জেঠুকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে ভাইপোকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আলিপুরদুয়ার অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত। বুধবার এই রায় ঘোষণা হয়েছে বলে জানান সরকারপক্ষের আইনজীবী জহর মজুমদার। সাজাপ্রাপ্তের নাম দুলাল সরকার, বাড়ি ফালাকাটা থানার মাদারি রোডে। খুন হয়েছিলেন ভূপেনচন্দ্র সরকার(৬২)। এদিন আদালতে রায় ঘোষণার পর খুশি মৃতের পরিবার।

জানা গিয়েছে, ফালাকাটা মাদারি রোডে ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ এই ঘটনা ঘটেছিল। সরকারপক্ষের আইনজীবী জহর মজুমদার জানান, 'সবদিক খতিয়ে দেখে আদালত অভিযুক্ত দুলালকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে অন্য দুই অভিযুক্ত জীতেন সরকার ও বনানী সরকারকে আদালত বেকসুর খালাস করে দিয়েছে।' যদিও অভিযুক্তর পক্ষের আইনজীবী সমীর সরকার বলেন, 'আমরা এই বিষয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করার চিন্তাভাবনা করছি।'

শিশুর মৃত্যুতে উত্তেজনা

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই ঃ শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়াল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, মৃত শিশুটির নাম বর্ণালি নন্দী (৫)। তার বাড়ি শামুকতলা রোডের পশ্চিম চাপানির ঘাকসি এলাকায়। মৃত শিশুটির আত্মীয়রা জানিয়েছেন, বুধবার বর্ণালি বেলা ১টা নাগাদ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। তারপর পাশেই তার দাদুর বাড়িতে খেলতে যায় সে। সেখানেই তাকে একটি বিষধর সাপে কামড় দেয়। সাপ কামড়ানোর বিষয়টি বাড়ি এসে বলা মাত্রই পরিবারের লোকেরা তাকে দ্রুত জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত শিশুটির চিকিৎসা শুরু করলেও বর্ণালিকে বাঁচাতে পারেনি। এরপরেই শিশুটির পরিবারের লোকেরা চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে সাময়িক বিক্ষোভ দেখান। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য চিকিৎসার গাফিলতির বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছে। তারা দাবি করেছে, শিশুটিকে হাসপাতালে আনতে অনেক দেরি করে ফেলেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। তাই চিকিৎসা শুরু হলেও সে সাড়া দেয়নি। এদিকে স্কুলছাত্রীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ঘাকসি এলাকায়।

শিশুর মৃত্যু ঘিরে বিক্ষোভ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। ছবি ঃ আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ব্লাড ব্যাংকের উদ্‌বোধন

বীরপাড়া, ১১ জুলাই ঃ উত্তরকন্যা থেকে বুধবার বেলা ৩ টায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিমোট কনট্রোলের মাধ্যমে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের উদ্‌বোধন করলেন। ব্লাড ব্যাংকের ফলকের পর্দা উন্মোচন করেন হাসপাতালের সুপার সৌমজিৎ পুরকায়েত। সেইসঙ্গে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্‌বোধন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের মাদারিহাট ব্লক সভাপতি পদম লামা এবং কার্যকরী সভাপতি মান্নালাল জৈন। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক অবজার্ভার সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, এদিন ৮৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে জমা করা হয়েছে।

হাসপাতালের সুপার সৌমজিৎ পুরকায়েত বলেন, 'এত দিন আলিপুরদুয়ারের জেলা হাসপাতাল থেকে রক্ত আনতে হত। ব্লাড ব্যাংক চালু হওয়ায় এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধা হবে।' তিনি ব্লাড ব্যাংকের রক্তের চাহিদা মেটানোর জন্য স্থানীয় ক্লাব সহ বিভিন্ন সংস্থার কাছে রক্তদান শিবির আয়োজন করার আবেদন রেখেছেন।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

জয়গাঁ, ১১ জুলাই ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে জয়গাঁর মংলাবাড়ি বাজার এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই গৃহবধূর নাম গুলবদন সিদ্দিকি (৩২)। স্থানীয় সূত্রের খবর, জয়গাঁর গোপীমোহন এলাকার বাসিন্দা অজর আলম সিদ্দিকিকে তাঁর স্ত্রী গুলবদন সিদ্দিকি সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ মংলাবাড়ি বাজার এলাকায় খাবার পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। ভারত-ভুটান সার্ক রোডে ভুটান থেকে হাসিমারাগামী একটি ডাম্পার ওই গৃহবধূকে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। খবর পেয়ে জয়গাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। জয়গাঁ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ডাম্পারের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডাম্পারটিকেও আটক করা হয়েছে। বুধবার মৃতদেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে, ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভুটান নম্বরের ডাম্পারগুলি দ্রুতগতিতে চলাচল করায় মাঝেমধ্যেই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। ভুটান নম্বরের গাড়িগুলিকে নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কালচিনি, ১১ জুলাই ঃ অস্বাভাবিক মৃত্যু হল মংলা মারান্ডি (২২) নামে এক যুবকের। বুধবার সকালে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে কালচিনি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বনাথপাড়ার বাসিন্দা ওই যুবক পেশায় দিনমজুর ছিলেন। এদিন সকালে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বাড়ির সামনে একটি গাছে ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কালচিনি থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ওই যুবক আত্মহত্যা করেছেন। বুধবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শিক্ষকশূন্য রাঙ্গালিবাজনা জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল, পড়াশোনা শিকেয়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ জুলাই ঃ স্থায়ী পদে শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন। রয়েছেন একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। ঝামেলার জেরে তিনি এফআইআর দায়ের করেছেন স্থানীয় এক মহিলার বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, ওই মহিলা অভিভাবকদের অনুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে ওই স্কুলে পড়াতেন। ওই মহিলাও বর্তমানে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এলাকার বিদায়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শৈলেন রায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে ওই চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে জানিয়েছেন, ওই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়মমতো স্কুলে আসেন না। আবার যিনি বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন তিনিও ছেড়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই, পড়াশোনা লাটে উঠেছে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলে।

এদিকে, বুধবার দুপুরে বেশ কিছু পড়ুয়াকে নিয়ে ওই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হাজির হন মাদারিহাটের বিডিও অফিসে। জয়েন্ট বিডিও-কে তিনি লিখিতভাবে জানান, বৃহস্পতিবার থেকে মিড-ডে মিল বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ জ্বালানি নেই। তবে ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, মিড-ডে মিল বন্ধ হলে ওই কর্মীর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া, বিদ্যালয় চলাকালীন কীভাবে ওই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পড়ুয়াদের নিয়ে মাদারিহাটের বিডিও অফিসে গেলেন, সে ব্যাপারেও প্রশাসনের কর্তাদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল চলাকালীন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া পড়ুয়াদের নিয়ে কোথাও যাওয়া যায় না। মাদারিহাট-বীরপাড়ার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রজতকান্তি ঘোষ বলেন, 'ওই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী কোনো অনুমতি নিয়ে বিডিও অফিসে যাননি। প্রয়োজনে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে, ওই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী কোয়েল রায় বলেন, 'সমস্যার কথা একমাস আগে বিডিও সাহেবকে জানিয়েছিলাম। তিনি সমিতি এডুকেশন অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেন। কিন্তু তাঁকে জানিয়েও লাভ হয়নি। তাই আজ বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছিলাম। বাধ্য হয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে গিয়েছি।'

মাদারিহাটের সমিতি এডুকেশন অফিসার অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'ওই স্কুলের সমস্যা মেটাতে বহুবার উচ্চপদস্থ কর্তারা চেষ্টা করেছেন। কিছুদিন পর ফের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। মিড-ডে মিলের জ্বালানি জোগাড় করা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কর্মীর দায়িত্ব।' অভিজিৎবাবু জানান, বুধবার বিডিও সাহেব জরুরি সভায় যোগ দিতে বাইরে যান। তিনি ফিরলে তাঁকে সব জানানো হবে।

খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বিদায়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শৈলেন রায় বলেন, 'ওই কর্মীর সঙ্গে সবার ঝামেলা হচ্ছে। তাঁর জন্য কোনো অতিথি শিক্ষক ওই স্কুলে টিকতে পারছেন না। পড়াশোনা লাটে উঠেছে।'

অভিযোগ উড়িয়ে ওই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী কোয়েল রায় বলেন, 'দুজন মহিলা স্কুলে পড়াতেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে মারধর করেছেন। আমি থানায় নালিশ করেছি। দুদিন ধরে তাঁরাও স্কুলে আসছেন না। পৌনে দুশো পড়ুয়ার পঠনপাঠন সহ সব কাজ আমাকে করতে হচ্ছে।'

মাদারিহাট-বীরপাড়া অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রজতকান্তি ঘোষ বলেন, 'সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে।'

ফালাকাটায় রথযাত্রার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

সুকমল ঘোষ

ফালাকাটা, ১১ জুলাই ঃ আর হাতে মাত্র ২ দিন। আগামী শনিবার জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। প্রতি বছরই ডুয়ার্সের ফালাকাটায় রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। ফালাকাটার রথযাত্রা ৭৫ বছরের পুরোনো। শীতলাবাড়ি মন্দির কমিটি প্রতি বছর ওই রথযাত্রার আয়োজন করে।

থানা রোডে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। ঐতিহ্যবাহী ওই রথযাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ফালাকাটায়। ইতিমধ্যেই থানা রোডের দুধারে রথের মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্টল বসতে শুরু করেছে। বুধবার দেখা গেল রং করে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে জগন্নাথদেবের রথ। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছর রথের মেলায় ২৫-৩০ হাজার মানুষের সমাগম হয় শীতলাবাড়ি এলাকায়। ভিড় সামলাতে মোতায়েন করা হয় পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী। নজরদারি ও তল্লাশির জন্য নামানো হয় এসএসবি-র স্নিফার ডগও। ঐতিহ্যবাহী ওই রথযাত্রায় শামিল হতে প্রতি বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন ফালাকাটার বিভিন্ন স্তরের মানুষ। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়াতেও ফালাকাটার রথযাত্রার জৌলুস এতটুকুও কমেনি। স্থানীয় যুবক সঞ্জয় ঘোষ, সুজিত সরকার, রাজু সাহা জানান, তাঁরা রথযাত্রার ওই দিনটির জন্য প্রতি বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। জগন্নাথদেবের রথের দড়িতে টান দিয়ে লটকা আর গরমাগরম জিলিপি কিনে বাড়ি ফেরার মজাই আলাদা। তাঁরা শামিল হন উলটোরথেও। ফালাকাটায় উলটোরথও সমান জনপ্রিয়। ফালাকাটার শীতলাবাড়ি মন্দির কমিটি আয়োজিত রথের মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুভাষ সাহা বলেন, 'টানা ৭৫ বছর ধরে ফালাকাটায় রথযাত্রা আয়োজিত হচ্ছে। ফালাকাটা তো বটেই, দূরদূরান্ত থেকেও বহু মানুষ শামিল হন এতে। ভিড় সামলাতে পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি মোতায়েন থাকেন স্বেচ্ছাসেবকরাও।'

ফালাকাটায় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে রথ।

পাড়ভাঙনে সমস্যা

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ জুলাই ঃ মালঙ্গী নদীর পাড়ভাঙনে সমস্যায় পড়েছেন মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের উত্তর ও দক্ষিণ শিশুবাড়ির কৃষকরা। তাঁদের অভিযোগ, রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ভাঙন প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি তাঁরা মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। প্রশাসন জানিয়েছে, বর্ষা শুরু হওয়ায় কিছু এলাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এলাকার কৃষক সিরাজুল হক, মহম্মদ আলেমুল, সুরেশ কার্জি প্রমুখ জানান, মালঙ্গী নদী দিয়ে ভুটান পাহাড়ের জল প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়ভাঙনও তীব্র হচ্ছে। ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ছেন এলাকার কৃষকরা। রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ি বোর্ডের প্রধান প্রমীলা বর্মনরায় বলেন, 'দক্ষিণ শিশুবাড়িতে মালঙ্গী নদীর ভাঙন প্রতিরোধে বোল্ডার বাঁধ মঞ্জুর হয়েছে। বর্ষার পর কাজ শুরু হবে। উত্তর শিশুবাড়িতে কয়েকটি জায়গায় ভাঙন রোধে কাজ শুরুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, যেসব এলাকায় নদীর পাড়ভাঙন দেখা দিয়েছে সে সমস্ত এলাকায় একশো দিনের কাজের মাধ্যমে ভাঙন প্রতিরোধে কাজ করা হবে।